بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বনু নযীর যুদ্ধের পেক্ষাপট ও ঘটনার বিশদ বর্ণনা এবং পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ জুন, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আজ 'বনু নযীর' যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। 'বনু নযীর' মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই বিন আখতাবের বংশের কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়্যতের সন্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি প্রদান করবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমার কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)- এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক ভাষ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, তোমরা আমাদের সাথি অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আশ্রয় দিয়েছ। আমরা কসম

খেয়ে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিস্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। যখন উবাই বিন সলূল এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, আর পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে উদ্যত না হয়ে যাও।

মহানবী (সা.)-এর একথা শুনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে। এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লেখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সাথি মহানবী (সা.) এর সঙ্গে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সহমত হয়। তারা মহানবী (সা.) এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন এবং আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে। আমাদের আলেমরা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে, তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়।

ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আঁহযরত (সা.) এর কাছে বার্তা প্রেরণ করে যে, আপনি তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমাদেরও তিনজন আলেম থাকবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে রওনা দেন। ইহুদীদের তিনজন আলেমের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্খী নারী ইহুদীদের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। মহানবী (সা.) এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের দুর্গে যান এবং তাদের অবরোধ করেন এবং বার্তা প্রেরণ করেন যে, যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে মদীনায় থাকতে দিতে পারি না, যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে চুক্তি নবায়ন করে আমাকে আশ্বস্ত না কর যে, আগামীতে তোমরা চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু ইহুদীরা চুক্তি করতে অস্বীকার করে আর এভাবে যুদ্ধ সূত্রপাত হয়।

এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব এম, এ (রা.) বলেন, আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) যাকে কাফেররা বন্দী করার পর ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি যখন ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তিকে দেখতে পান যারা ইতিমধ্যে মহানবী (সা.) এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু আমর বিন উমাইয়া সেই চুক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না সেহেতু তিনি (রা.) বি'রে মা'উনার শহীদগণের বদলা নেয়ার জন্য তাদের হত্যা করেন। আঁহযরত (সা.) যখন এ কথা জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নিহতদের পরিবারের নিকট রক্তপণ

প্রেরণ করেন।

যেহেতু বনু আমেরের গোত্র বনু নযীর গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল এবং বনু নযীর মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল, সেহেতু সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী রক্তপণ আদায়ে বনু নাযীরও অংশিদার ছিল। তাই মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের এলাকায় উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণের অংশ দাবি করেন। মহানবী (সা.) যখন রক্তপণ দাবি প্রসঙ্গে বনু নাযীরের নিকট উপস্থি হয়েছিলেন সে দিন ছিল শনিবার, তখন তাঁর সঙ্গে দশজনেরও কম সাহাবীর একটি দল উপস্থিত ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে রক্তপণ প্রদান করার কথা বলেন, তখন তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাশেম! আপনি প্রথমে খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হৃদ্যতাপূর্ণভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

তিনি (সা.) ইহুদীদের একটি বাড়ির ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। ইহুদীরা সলাপরামর্শ করে যে, এই বাড়ির ছাদ হতে বড় একটি পাথর মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ফেলে দেওয়া হবে।

আগামীতে পরবর্তী বিস্তারিত বিষয় বর্ণনা করার কথা ঘোষণা করে হুযুর (আই.) পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সম্প্রতি পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহ্‌মদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) নিম্নলিখিত তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং জুমআর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

(১) মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদ উল্লাহ্ পুরের নিবাসী মাননীয় গোলাম সারোয়ার সাহেব শহীদ পিতা মাননীয় বশীর আহ্‌মদ সাহেব। আহ্‌মদীয়াতের এক শত্রু তাঁকে ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শহীদ মরহুম ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নফল রোযা এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, ব্যাপকভাবে দরূদ শরীফ পাঠকারী, জামা'তীয় পুস্তক অধ্যায়নকারী, নিয়মিত সাদকা প্রদানকারী এবং গোপনে অভাবীদের সাহায্যকারী ব্যক্তি ছিলেন। দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র প্রতি মরহুমের খুব আগ্রহ ছিল। তাঁর মাধ্যমে বহু পবিত্র আত্মারা আহ্‌মদীয়াতে প্রবেশ করেছেন। অতীতে কলেমা মুহিমের সময় অন্যান্য জামা'তীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তিন চার দিনের জন্য আল্লাহ্‌র পথে বন্দী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মরহুমের মধ্যে আনুগত্য করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি স্মৃতি হিসাবে স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা পিছনে রেখে গেছেন।

(২) মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদ উল্লাহ্ পুরের নিবাসী মাননীয় রাহাত আহ্‌মদ বাজওয়া সাহেব শহীদ পিতা মাননীয় মুস্তাক আহ্‌মদ বাজওয়া সাহেব। আহ্‌মদীয়াতের এক শত্রু তাঁকে ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। খিলাফতের প্রতি মরহুমের অগাধ ভালোবাসা ছিল। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, হাস্যোজ্জ্বল, সবার প্রতি স্নেহশীল, জামা'তীয়

কাজে অগ্রণী, দোয়াকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি পিতা-মাতা ছাড়াও স্ত্রী এবং চার ও দেড় বছরের দু'টি কন্যা সন্তান স্মৃতি হিসাবে রেখে গেছেন।

(৩) মাননীয় মালিক মুজাফ্ফর খান জোইয়া সাহেব, তিনি কিছুদিন পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মরহুম মুসি ছিলেন। তাঁর পুত্র মাননীয় মুহাম্মদ মুতিউল্লাহ্ জোইয়া সাহেব মুরব্বি সিলসিলাহ্, বর্তমানে হাওয়াইতে সেবা প্রদান করছেন, তিনি তাঁর পিতার মৃত্যু ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। মরহুম পুণ্যবান, মুত্তাকি, দরিদ্র-প্রেমময়, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্থ, জামা'তীয় কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,অনুবাদ সহ কুরআন তেলাওয়াতকারী ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। যেহেতু তিনি পূর্ব হতেই মুসি ছিলেন তাই ২০০৫ সালে ওসিয়্যত-এর তাহ্‌রীকের সময় তাঁর ওসিয়্যত ১/১০ হতে ১/৩ বর্ধিত করে বলেন, এভাবে আমি এই তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করলাম। তিনি তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিতেন যে, আর্থিক কুরবানী হল, সেক্রেটারি মালের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পূর্বে চাঁদা প্রদান করা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁদের মর্যাদা উত্তোরত্তর উন্নীত করুন, আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

14 June 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in